বাংলা নববর্ষেই শুরু হল দিল্লি-অন্ডাল বিমান পরিষেবা

নয়াদিল্লি, ১৫ এপ্রিল : ফের শুরু হল দিল্লি-অন্ডাল বিমান পরিষেবা। রবিবার ১ বৈশাখ প্রথম উড়ানের সওয়ারি ছিলেন সাংসদ বাবুল সুপ্রিয়। সপ্তাহে চার দিন ১২২ আসনের এয়ারবাস এ৩১৯ বিমান চালাবে এয়ার ইন্ডিয়া। নির্মাণ কাজ শেষ হওয়ার পর থেকেই অন্ডাল বিমানবন্দর থেকে উড়ান শুরু করতে একাধিক চেষ্টা হয়েছে। সরকারি ও বেসরকারি দুই পক্ষেই বিমান চালানোর চেষ্টা হলেও আসন না ভরায় শেষ পর্যন্ত মুখ থুবড়ে পড়ে সব উদ্যোগ। শেষবার ২০১৬ সালে অন্ডাল থেকে উড়েছিল যাত্রীবাহী বিমান। এয়ার ইন্ডিয়ার তরফে জানানো হয়েছে, সপ্তাহে চার দিন অন্ডাল থেকে দিল্লির মধ্যে যাতায়াত করবে এই বিমান। রবিবার, সোমবার, বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার বিমান চলবে। পরিষেবাকে জনপ্রিয় করার লক্ষ্যে সামান্য ভাড়ায় বিমান চড়ার ব্যবস্থা করেছে এয়ার ইন্ডিয়া। সংস্থার এক আধিকারিক জানিয়েছেন, মাত্র ১,৪৫০ টাকা বিমান ভাড়া ধার্য করেছে সংস্থা। তার সঙ্গে যোগ হবে কিছু কর। তবে আগেভাগে টিকিট কাটলে তবেই মিলবে এই ভাড়ায় টিকিট। চাহিদা অনুসারে টিকিটের দর বদলাতেও পারে।

সকাল ৫.৫০ মিনিটে দিল্লি থেকে উড়ে সকাল ৭.৫০ মিনিটে অন্ডাল কাজি নজরুল ইসলাম। বিমানবন্দরে পৌঁছবে বিমানটি। অন্ডাল থেকে বিমানটি উড়বে সকাল ৮.২৫ মিনিটে। দিল্লি পৌঁছবে সকাল ১০.২৫ মিনিটে।

পশ্চিম বর্ধমানবাসী অবশ্য এতে ভোট রাজনীতির গন্ধ পাচ্ছেন। তাদের কথায়, সামনেই লোকসভা নির্বাচন। তার বছর খানেক আগে দিল্লি থেকে বিমান ধরে এনে রাজনীতির ময়দানে বাড়তি পয়েন্ট স্কোর করার চেষ্টা করলেন আসানসোলের বিজেপি সাংসদ তথা কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী বাবুল সুপ্রিয়। নির্বাচন মিটলে ক'দিন বিমান চলবে তা নিয়েও সন্দেহ প্রকাশ করেছেন অনেকে।

বিমান ভাড়া বাড়ার আশঙ্কা

বেঙ্গালুরু, ১৫ এপ্রিল : চাহিদা কমেনি। উল্টে বেড়েছে। আসন্ন গ্রীষ্মে তবু কমছে বিমান ভাড়া।

ঘরোয়া উড়ানে ৪ থেকে ৬ শতাংশ ভাড়া কমতে চলেছে। যাত্রা, ক্লিয়ারট্রিপের মতো বিখ্যাত ট্যুর ওয়েবসাইটগুলো ইতিমধ্যেই ভাড়া কমানোর ঘোষণা করে দিয়েছে। যাত্রা ৫ শতাংশ ভাড়া কমিয়েছে। তবে দিল্লিও মুম্বইয়ের ক্ষেত্রে এই ভাড়া হ্রাসের শর্ত প্রযোজ্য নয়।

বরং ওই দুই মহানগরের ক্ষেত্রে ১০ থেকে ১২ শতাংশ ভাড়া বাড়তে পারে। সমীক্ষা বলছে, এমনিতেই ৯ শতাংশ ভাড়া কমতে পারে ঘরোয়া উড়ানের ক্ষেত্রে। একটি ওয়েবসাইটের কর্তা বলেছেন, 'বিমান পরিবহণ সংস্থাগুলো একে অপরের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করেই ভাড়া কমানোর সিদ্ধান্ত নিচ্ছে।'

ভারত ২০২০ সালের মধ্যে রেশম উৎপাদনে স্বনির্ভর হবে

নয়াদিল্লি, ১৫ এপ্রিল : কেন্দ্রীয় বস্ত্রমন্ত্রী স্মৃতি জুবিন ইরানি বলেছেন যে, ভারত ২০২০ সালের মধ্যে রেশম উৎপাদনে স্বনির্ভর হবে। রেশম শিল্পের বিকাশে পূর্ণাঙ্গ প্রকল্প গ্রহণে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত উচ্চ গুণমানসম্পন্ন বাইভোলটিন রেশমের উৎপাদন ২০২০ সালের মধ্যে ৬২ শতাংশ বৃদ্ধি করবে বলে তিনি জানান। নতুন দিল্লিতে আজ সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেন যে, সরকারের লক্ষ্য হল রেশম শিল্পের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের সংখ্যা আগামী ৩ বছরের মধ্যে ৮৫ লক্ষ থেকে বাড়িয়ে ১ কোটিতে নিয়ে যাওয়া। তিনি বলেন, শিল্পে ৫০ হাজার মানুষকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। এছাড়া, বস্ত্র মন্ত্রকের আওতায় সংশ্লিষ্ট মন্ত্রকগুলির একটি অন্তঃমন্ত্রক কমিটি গঠন করা হবে গবেষণা ও বিকাশে ১ হাজার কোটি টাকা ব্যয় করার লক্ষ্যে।

বীজ উৎপাদন কেন্দ্রগুলি আধুনিক উপকরণে সজ্জিত ও শক্তিশালী করে তোলার পাশাপাশি, আগামী দিনে রেশমের বর্ধিত চাহিদা মেটানোর জন্য সেগুলির উৎপাদন ক্ষমতা আরও বাড়ানো হবে। এই প্রসঙ্গে ইরানি আরও বলেন যে, ডিজিটাল ভারত প্রকল্পের আওতায় বীজ উৎপাদন ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কাজে যুক্ত কৃষকদের জন্য ওয়েব ভিত্তিক সমাধান জোগানো হবে। কৃষক ও বীজ উৎপাদকদের সরাসরি সুফল হস্তান্তর ব্যবস্থার মাধ্যমে ভর্তুকি প্রদান করা হবে বলে কেন্দ্রীয় বস্ত্রমন্ত্রী জানান। বাজারের উন্নয়ন ঘটানো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে জানিয়ে তিনি বলেন যে, দেশের প্রধান রেশম উৎপাদক রাজ্যগুলিতে ২১টি রেশমগুটি পরীক্ষা কেন্দ্র খোলা হচ্ছে। এছাড়াও, ১৯টি বুনিয়াদি রেশম বীজ খামার, ২০টি রেশম কীট বীজ উৎপাদন কেন্দ্র, ১৩১টি চাউকি পালন কেন্দ্র প্রভৃতি খোলা হচ্ছে এবং উন্নতমানের রেশম চাষের জন্য ৫০০ একর জমি পৃথক করে রাখা হচ্ছে।

কেন্দ্রীয় বস্ত্রমন্ত্রী আরও জানান যে, রেশম চাষি ও উৎপাদকরা কেন্দ্রীয় সরকারের আর্থিক সহায়তা পাবেন এবং কেন্দ্র মোট ব্যয়ের ৫০ শতাংশ বহন করবে। আর তপসিলি জাতি/উপজাতি ভুক্তদের ক্ষেত্রে কেন্দ্র মোট খরচের ৬৫ শতাংশ দেবে। এছাড়া, উত্তর-পূর্বাঞ্চল, জম্মু ও কাশ্মীর, হিমাচলপ্রদেশ, উত্তরাখণ্ড, ঝাড়খণ্ড ও ছত্রিশগড়ের সুবিধা প্রাপকদের জন্য কেন্দ্র মোট খরচের ৮০ শতাংশ প্রদান করবে। যথাসময়ে তাদের ক্ষোভের প্রতিকারে এবং অন্যান্য সম্প্রসারিতে কর্মসূচির জন্য একটি হেল্পলাইনও খোলা হবে বলে ইরানি জানান। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, রাজ্য সরকারগুলিকে এই প্রকল্প রূপায়ণে অংশ নিয়ে অনুরোধ জানানো হয়েছে, কেননা, দেশের রেশম উৎপাদন বাড়াতে তাদের ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বলেন, দেশের ২৬টি রেশম উৎপাদক রাজ্যের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ সহ ১৭টির পৃথক রেশম চাষ দফতর রয়েছে।

স্বেচ্ছায় ত্যাগ বিশেষ ছাড়ের সুবিধা

নয়াদিল্লি, ১৫ এপ্রিল : প্রাপ্ত এক তথ্য ও পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ৯ লক্ষ ৮ হাজার প্রবীণ নাগরিক রেল ভাড়ায় ১০০ শতাংশ পর্যন্ত ছাড় স্বেচ্ছায় ত্যাগ করেছেন। অন্যদিকে, যাত্রী ভাড়ায় ৫০ শতাংশ পর্যন্ত ছাড়ের সুযোগ স্বেচ্ছায় ছেড়ে দিয়েছেন। এ ধরনের প্রবীণ নাগরিকদের সংখ্যা মার্চ মাস পর্যন্ত দাঁড়িয়েছে ৮ লক্ষ ৫৫ হাজার। প্রবীণ নাগরিকরা এইভাবে রেল ভাড়ায় তাদের জন্য প্রযোজ্য বিশেষ ছাড় স্বেচ্ছায় ত্যাগ করার জন্য ২০১৭-১৮ বছরে ভারতীয় রেলের লাভ হয়েছে ২৮ কোটি ৯৮ লক্ষ টাকা।

আরও জানা গেছে, প্রবীণ নাগরিকদের স্বেচ্ছায় ভর্তুকি সহায়তা ছেড়ে দেওয়ার ঘটনা বৃদ্ধি পেয়েছে ৩৫ শতাংশের মতো।

বর্তমানে যাত্রী ভাড়ায় প্রবীণ পুরুষ যাত্রীদের জন্য ৪০ শতাংশ পর্যন্ত এবং প্রবীণ মহিলা যাত্রীদের জন্য ৫০ শতাংশ পর্যন্ত ছাড়ের সুযোগ রয়েছে।

অনুষ্ঠিত হল নীতি ফোরামের প্রথম বৈঠক

নয়াদিল্লি, ১৫ এপ্রিল: উত্তর-পূর্বাঞ্চলের জন্য নবগঠিত নীতি ফোরামের প্রথম বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে ত্রিপুরার রাজধানী আগরতলায়। বৈঠকে নেতৃত্ব দেন নীতি আয়োগের ভাইস চেয়ারম্যান রাজীব কুমার এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় বিকাশ মন্ত্রকের অন্যতম প্রতিমন্ত্রী (স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত) জিতেন্দ্র সিং। উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলির মুখ্যমন্ত্রী এবং ওই অঞ্চলের অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিরাও যোগ দিয়েছেন এই বৈঠকে।

নয়াদিল্লিতে এ সম্পর্কে সাংবাদিকদের সঙ্গে এক বৈঠকে মিলিত হন রাজীব কুমার এবং জিতেন্দ্র সিং। তারা বলেন, উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সার্বিক সমৃদ্ধিই হল নীতি ফোরামের প্রথম বৈঠকে মূল আলোচ্য বিষয়। অন্যান্য যে বিষয়গুলি নিয়ে বৈঠকে আলোচনা করা হয় তার মধ্যে রয়েছে-উত্তর-পূর্বাঞ্চলে রেল, সড়ক এবং আকাশপথে যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রসার ও উন্নয়ন কৌশল, জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের বাস্তবায়ন এবং কৃষি ও সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রগুলির বিকাশ। এছাড়াও অন্যান্য যে সমস্ত বিষয় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে বৈঠকের আলোচ্যসূচিতে তার মধ্যে রয়েছে উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলিতে জৈব কৃষি পদ্ধতিকে উৎসাহ দান। ফল, শাক-সবজি, মশলা এবং ভেষজ গাছপালার চাষ ও উৎপাদন। কৃষকদের জন্য সয়েল হেলথ কার্ডের ব্যবস্থা। ফসল উৎপাদন পরবর্তী পর্যায়ে ক্ষয়ক্ষতির মাত্রা হ্রাস, শস্য বিমা কর্মসূচির প্রসার।

দুধ উৎপাদনে উৎসাহদান। জলের ব্যবস্থাপনা, জলসেচ প্রকল্পগুলির দ্রুত বাস্তবায়ন, পর্যটনের প্রসার, প্রকৃতি পর্যটন, পল্লি পর্যটন ও রোমাঞ্চ পর্যটনের বিকাশ ও প্রসার, উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় পর্যটন বিকাশ পরিষদকে শক্তিশালী করে তোলা, সিকিমের মতো উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলিতেও হোম স্টে পর্যটনের প্রসারে উৎসাহদান ইত্যাদি। সংবাদ মাধ্যম প্রতিনিধিদের রাজীব কুমার এবং জিতেন্দ্র সিং উভয়েই জানান যে উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলিতে জল বিদ্যুৎ সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে জল বিদ্যুতের সুযোগ পৌঁছে দেওয়ার উপরও বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে, পর্যটনের প্রসার ও বিকাশে উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় পর্যটন বিকাশ পরিষদ যুক্তভাবে কাজ করে যাবে উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলির সঙ্গে।

উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সার্বিক বিকাশের লক্ষ্যে সংযোগ ও যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রসার, কৃষি উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি এবং শিল্পোন্নয়নের ওপরও বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে বলে তারা প্রসঙ্গত উল্লেখ করেন।

ভীম রাও আম্বেদকরের জন্মদিন উপলক্ষে সম্প্রীতির বার্তা নিয়ে নতুন দিল্লিতে ফ্যাশন শো।

১৭৫ মেগাওয়াট পুনর্নবীকরণযোগ্য বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে কেন্দ্রের

নয়াদিল্লি, ১৫ এপ্রিল : কেন্দ্রীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, পরিবেশ, অরণ্য ও জলবায়ু পরিবর্তন তথা ভূ-বিজ্ঞান মন্ত্রী ডঃ হর্ষ বর্ধন বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে ১৭৫ গিগাওয়াট পুনর্নবীকরণযোগ্য বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্যে এক বিশেষ পরিকল্পনা স্থির করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। এর মধ্যে ১০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের উৎসই হবে সৌরশক্তি।

কলকাতায় 'সৌর জ্বালানি উৎপাদন ও শিল্পোদ্যোগ' শীর্ষক এক সেমিনার ও প্রদর্শনীর উদ্বোধনকালে হর্ষ বর্ধন বলেন, সৌর জ্বালানি হল এক বিশুদ্ধ জ্বালানি।

তাই এর সামাজিক ব্যবহারে উৎসাহদান প্রয়োজন। তিনি বলেন, সৌরশক্তি আহরণের ক্ষেত্রে উদ্ভাবন প্রচেষ্টায় নেতৃত্ব দেওয়ার বিষয়টি যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। প্রতিটি উদ্ভাবন প্রচেষ্টার মাধ্যমে সামাজিক সমস্যা সমাধানের চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। উদ্ভাবন প্রচেষ্টা যদি জনসাধারণকে সহায়তা দানে উৎসাহী হয়, তাহলেই সাফল্য সম্ভব বলে হর্ষ বর্ধন মনে করেন। তিনি বলেন, এই কারণেই আমাদের প্রয়োজন শিল্পোদ্যোগ প্রচেষ্টা। এজন্য, সমস্ত রকম সাহায্য ও সহায়তা প্রসারের জন্য সরকার প্রস্তুত। কোনও ব্যক্তির যদি নিজস্ব কোনও চিন্তাভাবনা থাকে, তাহলে শিল্পোদ্যোগ প্রচেষ্টায় তাকে কাজে লাগানো যেতে পারে। কারণ, এর ফলে সার্বিকভাবে উপকৃত হবে সমাজবদ্ধ মানুষ।

এদিনের অনুষ্ঠানে অন্যান্য বক্তাদের মধ্যে ছিলেন আইআইটি খড়্গপুরের অধিকর্তা অধ্যাপক পার্থপ্রতিম চক্রবর্তী, এনআইটি দুর্গাপুরের অধিকর্তা অধ্যাপক অনুপম বসু, বিক্রম সোলারের এমডি তথা সিইও জ্ঞানেশ চৌধুরী, হেলসিঙ্কির পরিবেশবিদ মিঃ রিস্টো ইসোমাকি এবং এনবি ইনস্টিটিউট ফর রুরাল টেকনোলজির সভাপতি ডঃ এস পি গণচৌধুরি।

পার্ল অ্যাকাডেমির উদ্যোগে কলকাতায় কেরিয়ার কনক্লেভ এবং প্রিন্সিপাল মিট

নয়াদিল্লি, ১৫ এপ্রিল : ছাত্র-ছাত্রী ও অভিভাবকদের জন্য শহরে ক্রিয়েটিভ কেরিয়ার কনক্লেভ-এর আয়োজন করল ফ্যাশন ডিজাইনিং জগতে ভারতের প্রথমসারির প্রতিষ্ঠান 'পার্ল অ্যাকাডেমি'। সৃষ্টির জগতে কীভাবে কেরিয়ার তৈরি করা যায়। কী ধরনের পঠন-পাঠনের সুযোগ রয়েছে, তা নিয়ে গঠনমূলক আলোচনার জন্য প্রয়োজনীয় প্ল্যাটফর্ম তৈরি করেছিল এই কনক্লেভ। বিশ্বের সেরা ২৫টি ফ্যাশন ডিজাইনিং ইনস্টিটিউশনের মধ্যে বিজনেস অফ ফ্যাশনের বিচারে 'পার্ল অ্যাকাডেমি' ভারতের একমাত্র প্রতিষ্ঠান হিসেবে জায়গা করে নিয়েছে। টানা তিন বছর ধরে সেরা ফ্যাশন ডিজাইনিং ইনস্টিটিউট হিসেবে অ্যাসোচেমের স্বীকৃতি পেয়ে আসছে এই প্রতিষ্ঠান। শুক্রবারের এই কনক্লেভে আলোচনায় অংশ নেন প্রতিষ্ঠানের ফ্যাশন বিভাগের প্রধান আন্তোনিও মরিজিও গ্রিওলি, মিডিয়া বিভাগের প্রধান উজ্জ্বল চৌধুরি, ব্র্যান্ড কনসালট্যান্ট নীতীশ ভার্গিজ, রেডিও জকি ও প্রোডিউসার স্মৃতি সিং এবং প্রতিষ্ঠানের প্রাক্তন ডিজাইনার

সোহিনী বসু। ২০১৮-১৯ শিক্ষাবর্ষের জন্য ভর্তি প্রক্রিয়া শুরু করেছে 'পার্ল অ্যাকাডেমি'। কলকাতায় ২৮ এপ্রিল এজন্য প্রবেশিকা পরীক্ষা হবে। পরীক্ষায় বসার জন্য ২৩ এপ্রিল পর্যন্ত আবেদন জানানো যাবে। সম্প্রতি মিডিয়া অ্যান্ড কমিউনিকেশন এবং অ্যাডভার্টাজিং অ্যান্ড মার্কেটিং বিভাগে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর কোর্স চালু করেছে এই প্রতিষ্ঠান। এই দু'টি বিভাগে টিউশন ফি-র উপর ৫০ শতাংশ মেরিট স্কলারশিপও পাওয়া যাবে ছাত্র বিশেষে।

কনক্লেভে আলোচনা চলাকালীন ফ্যাশন বিভাগের প্রধান আন্তোনিও মরিজিও গ্রিওলি বলেন, বিশ্বের নামিদামি ব্র্যান্ড ও ডিজাইনারদের মধ্যে জনপ্রিয় হয়ে উঠছেন প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীরা। এ বছর থেকে আমাদের আইডিয়া পার্টনার হচ্ছেন ডিজাইনার মণীশ অরোরা। নামি ফ্যাশন ডিজাইনারদের সঙ্গে যখন ইনটার্ন হিসেবে ছাত্র-ছাত্রীরা কাজ করেন, তখন প্যারিস,মিলান, নিউ ইয়র্কে আয়োজিত বিভিন্ন ফ্যাশন উইকে অংশগ্রহণ করার সুযোগ পান তারা। এর ফলে আন্তর্জাতিক স্তরে তাদের কাজের সুযোগ বাড়ে। এই কনক্লেভের মাধ্যমে আমরা ছাত্র-ছাত্রী ও অভিভাবকদের এই কোর্স শেষে কেরিয়ার গঠনের বা বিভিন্ন ধরনের কাজের সুযোগ সম্পর্কে জানাতে চাই। কলকাতা থেকে বহু সফল ছাত্র-ছাত্রী পেয়েছি এবং তারা প্রত্যেকেই দুর্দান্ত কাজ করছেন। প্রাক্তনী সোহিনী বসু সম্পর্কে মরিজিও বলেন, এই অ্যাকাডেমি থেকে উত্তীর্ণ হওয়ার পর তিন বছর ডিজাইনার সব্যসাচী মুখার্জির সঙ্গে কাজ করেছেন সোহিনী। এরপর স্টাইলিস্ট হিসেবে নিজের ফ্যাশন ব্র্যান্ড সোহিনী চালু করেছেন। পরিচালক সুজিত সরকারের সঙ্গেও কাজ করেছেন তিনি। স্টার ভারতের সিরিয়াল 'জয় কানাইয়া লাল কি' চলার সময়ও স্টাইলিস্ট হিসেবে যুক্ত থেকেছেন। ভবিষ্যতে চলচ্চিত্র ও বিনোদন জগতের সঙ্গেই স্টাইলিস্ট হিসেবে যুক্ত থাকতে চান সোহিনী।

কেরিয়ার কনক্লেভের পাশাপাশি বিভিন্ন ফ্যাশন স্কুলের প্রধানদের জন্য 'প্রিন্সিপাল' মিট' ডেকেছিল 'পার্ল অ্যাকাডেমি'। এই অনুষ্ঠানে প্যানেল ডিসকাশনের বিষয় ছিল, 'এডুকেশন ফর টুমরো মেকিং স্টুডেন্টস রেডি ফর টোয়েন্টি ফার্স্ট সেঞ্চুরি'। 'পার্ল অ্যাকাডেমি'র নতুন ৩৬০ ডিগ্রি কমপ্রিহেনসিভ লার্নিং ভিত্তিক মডেল টোটাল লার্নিং সিস্টেম' সম্পর্কে এই ফোরামে আলোচনা হয়। এই শিক্ষাদানে পদ্ধতির মাধ্যমে লক্ষ্য রাখা হয়,যাতে প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রী জ্ঞান এবং দক্ষতা বৃদ্ধির সুযোগ সমানভাবে পান। তাছাড়াও, ফ্যাশন জগতে নতুন ট্রেন্ড তৈরিতে, পরিবর্তনকে সহজভাবে গ্রহণ করতে ও তাকে ভবিষ্যতের চালিকাশক্তি হিসেবে ব্যবহার করতে ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্বুদ্ধও করা হয়।

গত দু'দশক ধরে সৃষ্টির জগতে ছাত্র-ছাত্রীদের সাফল্যের অনুঘটক হিসেবে কাজ করে এসেছে 'পার্ল অ্যাকাডেমি'। গত ২৫ বছর ধরে দিল্লি,নয়ডা, জয়পুর ও মুম্বইয়ের ক্যাম্পাসের মাধ্যমে ফ্যাশন জগতে আলোড়ন তুলেছে এই সংস্থা। ৩০ ধরনের স্নাতক, স্নাতকোত্তর ও পেশাদার কোর্স পড়িয়ে থাকে এই প্রতিষ্ঠান। ফ্যাশন জগতের জন্য পেশাদার ডিজাইনার তৈরি করতে এই ইনস্টিটিউশনের কৃতিত্ব স্বীকার করে নিয়েছে প্রায় প্রত্যেক প্রথমসারির ফ্যাশন, রিটেল এবং ডিজাইনার ব্র্যান্ড। গত তিন বছর ধরে প্রায় ৯৫ শতাংশ ছাত্র-ছাত্রীদের প্লেসমেন্ট দিতে বা কেরিয়ারে প্রবেশ করাতে সক্ষম হয়েছে।